

কলেজে শারীরিক শিক্ষা প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর মেধা-মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক থেকে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক (দশম শ্রেণি) পর্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা স্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু বাদ রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে। দেশের সিংহভাগ তরুণ এই পর্যায়ের শিক্ষার্থী। যারা স্বপ্নের ডানায় ভর করে অপসংস্কৃতি ও অসংসঙ্গের প্রভাবে বিপথগামী হয়। অনেক সময় মাদকে আসক্ত হয়ে নিজের জীবন ও পরিবারের ধ্বংস ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, শারীরিক শিক্ষা নিজেকে রক্ষা করতে শেখায়, সঠিক সঙ্গী নির্বাচন করতে, খেলাধুলায় পারদর্শিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশসহ পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর জ্ঞানদান করে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ জাতি গঠনকল্পে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ সবল যুবসমাজ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কলেজ পর্যায়ে 'শারীরিক শিক্ষা' ও ক্রীড়া' বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ নিয়োগবিধি অনুযায়ী শরীরচর্চা শিক্ষকদের নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে শারীরিক শিক্ষার পাঠদান ও পরিচালনা সম্ভব। পরিশেষে, ২০১৬ সালের এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এইচএসসিতে শারীরিক শিক্ষা নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চঞ্চল কুমার কর্মকার,

কুমারখালী কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া